[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরিণত হয়। আমাদের এই উদ্যোগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার পাশাপাশি টেকসই কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে গাংনী বাজার থেকে যে পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা থেকে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব সার কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। তবে ভবিষ্যতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পরিশোধন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করা গেলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।”

পৌরসভার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারাও।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, “বর্তমানে মাটির গুণাগুণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ ৫ শতাংশ থাকার কথা থাকলেও গাংনীতে তা রয়েছে মাত্র ০.৭৭ শতাংশ। ফলে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। পৌরসভার উৎপাদিত এই সার কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উদ্যোগটি আরও বড় পরিসরে বিস্তৃত করা গেলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।”

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই কৃষিকে এগিয়ে নিতে গাংনী পৌরসভার এই উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে একটি সম্ভাবনাময় মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় নকল জৈব সার উৎপাদনের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি অনুমোদন ও বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ‘সান এগ্রো ফার্ম’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান নকল জৈব সার ও কম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাত করার অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন প্রায় ১৮০ থেকে ২০০ বস্তা সার নামিদামী কোম্পানির মোড়কে বিক্রি হচ্ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে নেই কোনো সাইনবোর্ড বা বৈধ কাগজপত্র, কোন অনুমোদন। রাস্তার পাশে ফাঁকা জমিতে গোবরের শ’ শ’ বস্তা স্তূপ করা রয়েছে। কয়েকজন শ্রমিক সেখানে গরুর গোবর শুকিয়ে বস্তায় ভরে দিচ্ছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, এখানে থাকা সার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করে নিজেদের নামে বিক্রি করে। ফার্মের পাশের একটি ঘরের ওপর ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেড লেখা প্রায় একশ বস্তা রাখা অবস্থায় দেখা যায়।

স্থানীয় লিংকন নামের একজন বলেন, “এই বস্তাগুলো আমরা পিটিআই মোড়ের এগ্রো সল প্রজেক্টে পাঠাই। তৌফিক আংকেল ওনার মালের সঙ্গে মিক্স করে বিক্রি করেন। ইস্পাহানি কোম্পানির বস্তাগুলো আসলে স্থানীয় আরেকটা ট্রেডার্সের মালিক দিয়ে গেছে।”

ফার্মের কর্মচারী নুহু নবী জানান, “আমি পাঁচ মাস ধরে এখানে কাজ করছি। ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেডের বস্তা প্রায়ই আসে। আমরা বস্তা ভর্তি ও সেলাই করি, পরে গাড়ি এসে নিয়ে যায়।”

প্রতিষ্ঠানের মালিক রকিবুল ইসলাম আকাশ বলেন, “আমি এগ্রো সল ও মন্ডল ট্রেডার্স থেকে কম্পোস্ট তৈরি শেখেছি। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ‘সান এগ্রো ফার্ম ফার্টিলাইজারের’ নামে ট্রেড লাইসেন্স নিয়েছি।” তবে তিনি সার উৎপাদনের জন্য কোনো সরকারি অনুমোদনপত্র বা পরিবেশ ছাড়পত্র দেখাতে পারেননি।

তিনি আরও জানান, “আমাদের উৎপাদিত সার পিটিআই মোড়ের এগ্রো সলসহ একাধিক ট্রেডার্স ক্রয় করে। ইস্পাহানি লিমিটেডের বস্তাগুলো তারাই দিয়েছিল। আমরা শুধু ভর্তি করে দিয়েছি।”

স্থানীয় কৃষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “নামিদামী কোম্পানির বস্তা দেখে আমরা সার কিনেছিলাম। কিন্তু জমিতে প্রয়োগের পর ফলন কমে গেছে। পরে বুঝি এটা আসল কোম্পানির নয়।”

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার গঠনের অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত এসব সার মাটির জৈব গুণ নষ্ট করছে এবং ফসলের ক্ষতি করছে। তাছাড়া, ‘সান এগ্রো ফার্ম’-এ নেই কোনো মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পরীক্ষাগার বা পরিবেশ সুরক্ষার সুবিধা।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেন, অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত এসব সার মাটির জৈব গুণ নষ্ট করছে এবং ফসলের ক্ষতি করছে। এছাড়া, ‘সান এগ্রো ফার্ম’-এ নেই কোনো মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পরীক্ষাগার

বা পরিবেশ সুরক্ষার সুবিধা।

তবে, স্থানীয় কৃষকদের অনেকেই দাবি করেন যে, স্থানীয় কৃষি অধিদপ্তরের ঊন্নাষিকতায় বছরের পর বছর ধরে নকল জৈব সার উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

মেহেরপুরে ময়লা আবর্জনা ও পয়:বর্জ্য থেকে তৈরি হবে জৈব সার

মেহেরপুর শহর এখন থেকে পরিস্কার থাকবে। কোন সড়কে, এমনকি কারো বাড়ির সামনে কোন ধরণের ময়লা আবর্জনা থাকবেনা। সেই সব ময়লা আবর্জনা পৌরসভার গাড়িতে করে নিয়ে এসে ফেলা হবে ডাম্পিংয়ে। বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সেই আবজর্নাগুলো পরবর্তিতে জৈব সারে রুপান্তরিত হবে যা এলাকার কৃষি কাজে ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে পয়:বজ্যর জন্য শোধনাগার করা হয়েছে। সেখানেও এগুলো ফেলা হবে। সেখান থেকেও জৈব সার উৎপাদন হবে।

মঙ্গলবার দুপুরে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ব্র্যাক অফিসের পেছনে ২ কোটি ৭৩ লাখ টাকা বরাদ্দে নির্মিত স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান এ কথা বলেন।
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর অর্থায়নে ৩একর জমির উপর স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড (ডাম্পিং) ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদ সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পৌরসভার প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি

তোজাম্মেল আযম প্রমুখ।

স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র বলেন, মেহেরপুরের মানুষ পৌরসভার কাছে খেতেও চাইনা, পরতেও চাইনা। তারা চাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি শহর, একটি সমাজ। তারই আলোকে আজকে আমাদের একটি বড় পাওয়ার দিন। এটা বাংলাদেশের অনেক পৌরসভার ভাগ্যে জোটেনি। তবে মেহেরপুর পৌরসভার স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার যেটা মেহেরপুর পৌরসভা করতে সক্ষম হয়েছে। আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একসময় ভাগাড় ছিল। সেই জায়গা তিলে তিলে আজকে আমরা একটি সুন্দর পরিবেশে গড়তে পেরেছি। বাংলাদেশ সরকারের যেটা চিন্তা ভাবনা সেটা হলো যে জিনিসটাই তৈরি হবে কেন সেটা যেন টেকসই হয়। সেই উদ্যোগে আমরা এই প্রকল্পটি হাতে নিয়ে ছিলাম । আমরা যদি এটা সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি তাহলে এটা ২০ বছরেও কিছুই হবে না। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।